তারিখ 12 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্রথম আলো

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল

শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোই সবচেয়ে জরুরি

এবার উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল হয়েছে স্মরণকালের সেরা। ২০০৮ সালের ফলাফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকেরা স্বভাবতই অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আমরা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবারের পাসের হার ৭৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ, যা গত বছরের চেয়ে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। একইভাবে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় নয় হাজার বেড়ে হয়েছে মোট ১৯ হাজার ১০৮ জন—এটিও একটি নতুন রেকর্ড।

পাসের হার এক বছরে ১০ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? শিক্ষা বোর্ডগুলো ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সহজ করেছে এবং ইংরেজি খাতা দেখার ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শনের ফলে এমনটা ঘটেছে বলে বিভিন্ন সূত্র দাবি করেছে। এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার মান নিচে নেমে যাচ্ছে কি না। শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে কোনো উদার নীতি গ্রহণ করা ক্ষতিকর হতে পারে।

তবে এটা সত্য যে দেশজুড়ে পড়াশোনা ও ভালো ফল অর্জনের বিষয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। নকলের প্রবণতা কমেছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তরফেও ফল ভালো করার চেষ্টা বেড়েছে। কিছু কলেজে আসলেই উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং সেসব প্রতিষ্ঠানের পাসের হার, জিপিএ-৫ পাওয়ার হার—উভয়ই বেশ ভালো। এমন কলেজের সংখ্যা বেড়েছে, যেখান থেকে একজন পরীক্ষার্থীও অকৃতকার্য হয়নি। এগুলোর সবই ইতিবাচক। সেই সঙ্গে একজনও কৃতকার্য হয়নি, এমন চারটি কলেজের খবরও ছাপা হয়েছে একই দিনের পত্রিকায়। এসব কলেজের মানোন্নয়নেও বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

এবার বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী ভালো ফল করায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সংকট তৈরি হতে পারে। এ সংকট কাটিয়ে উঠতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে পাসের হার বাড়ানোর লক্ষ্য যেমন স্থির করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা।